বকুল- কথা

আশাপূর্ণা দেবী

জ্ঞানপীঠ—পুরস্কার ও রবীন্দ্র—পুরস্কার প্রাপ্ত

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'

এবং

সুবর্ণলতা'

গ্রন্থের শেষ খণ্ড

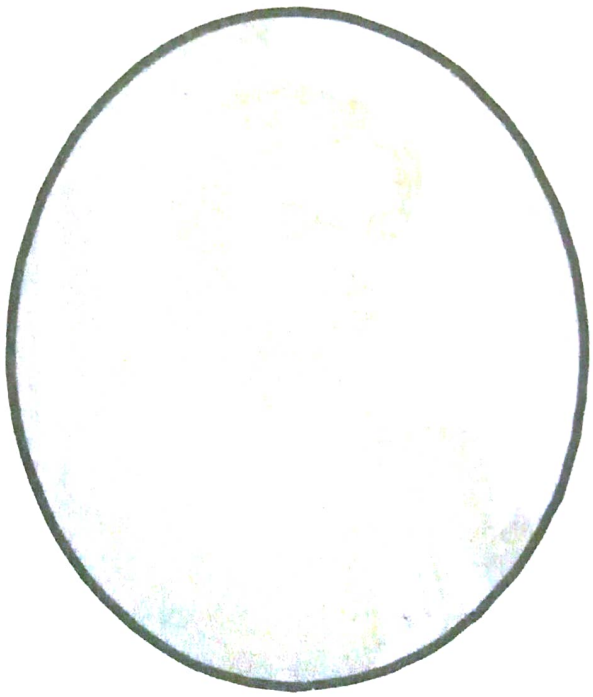

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০ ০৭৩

॥ ১ ॥

ধ্বনিটা অতি পরিচিত, শব্দগুলোও বহু-পরিচিত, চেয়ার থেকে উঠে জানলার ধারে না গেলেও বোঝা যেত কারা চলেছে মিছিল করে, আর কী বলে চলেছে তারা। মিছিল তো চন্দ্র-সূর্যের মতই নিত্য ঘটনা। কানের পর্দায় যেন লেগেই থাকে ধ্বনিটা—'চলবে না! চলবে না!'... যেন অহরহই মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধাক্কা মারে, 'মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে।'

তবু হাতের কলম নামিয়ে রেখে জানলায় এসে দাঁড়ালেন অনামিকা দেবী।

কিন্তু কেন দাঁড়ালেন?

মিছিলের ওই উচ্চরোলে লেখার ব্যাঘাত ঘটছিলো বলে? নাকি নেহাৎই অকারণ কৌতূহলে? হয়তো তাই। অকারণ কৌতূহলেই। শুধু জেনে নেওয়া, নতুন কোন্ অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজকের এই প্রতিবাদ। নইলে রাস্তার গোলমালে লেখার ব্যাঘাত ঘটলে চলে না।

কলকাতা শহরের এমন একটি জনবহুল রাস্তার একেবারে মোড়ের ধারের বাড়িতে যাদের আজন্মের বাস, এই কোলাহলের মাঝখানে বসেই যার কলম ধরার শুরু, তার কি করে এ আবদার করা সম্ভব—নিঃশব্দে নির্জনতার গভীরে মগ্ন হয়ে লিখতে চাই আমি!

বিচিত্র শব্দ, বিরক্তিকর কোলাহল আর অগণিত মানুষের আনাগোনার মধ্যে থেকেই তো সাধনা করে যেতে হয় শহুরে সাহিত্যিকদের। প্রতিক্ষণই করতে হয় প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম।

কিন্তু একেবারে স্তব্ধ শান্ত স্তিমিত পল্লীজীবনের পরিবেশই কি সাধনার নিতান্ত অনুকূল? তেমন পরিবেশ পেলেই অনামিকা দেবী আরও অধিক লিখতে পারতেন? অধিকতর উচ্চমানের? অধিকতর মননশীল?

অপরাপর শহরবাসী কবি সাহিত্যিকরা কী বলেন, কী মনোভাব পোষণ করেন, অনামিকা দেবীর জানা নেই, মনের কথার আদান-প্রদান হবে এমন অন্তরঙ্গতাই বা কার সঙ্গে আছে? তবে নিজে তিনি তা বলেন না। তা ভাবেন না।

তাঁর মনে হয়—শহরের মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল উত্তাল জীবনরঙ্গের মধ্যেই সাহিত্যের তীব্র তপ্ত জীবনীরস। শহরের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই সাহিত্যের অফুরন্ত উপাদান।

নির্জনতার শান্তিতে 'গতিবেগ' কোথায়? শহরের নাড়ি সর্বদাই জ্বর-তপ্ত চঞ্চল। সেই জ্বর ছাড়াবার ওষুধ জানা নেই কারও, তবু একথা সবাই জানে ওই জ্বরটাই